ঢাবি ক্যাম্পাস যেন বহিরাগতদের দখলে

ফুটবল উন্মাদনায় বিশ্ব আজ উচ্ছ্বসিত। এই উৎসবের আমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছাতে দেরি করেনি। তবে এই আমেজের ঢেউ বোধহয় ঢাবির শিক্ষার্থীদের ছাড়িয়ে বহিরাগতদের গায়ে বেশি লেগেছে। যার ফলে বড়ো বড়ো ম্যাচে ঢাবিতে বহিরাগতদের ঢল নেমে আসে। আর এই ঢলে ভেসে যায় খোদ আমাদেরই আনন্দ! আমরাই খেলা দেখার সুযোগ-স্থান পাই না। নারী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ছেলেরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে! কারো কারো যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগও এসেছে। খেলার সময়ে বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণহীন ভিড় শিক্ষার্থীদের সাধারণ কার্যক্রমে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে মারপিটের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে, এবং কোনো শিক্ষার্থী আহত হলে দায় কে নেবে? খেলা শেষে বহিরাগতদের উৎপাত অসহনীয়। বিকট আওয়াজে বাইক রেসিং সহ জায়গায় জায়গায় নিজেদের আধিপত্যের কথা জানান দেয়। অত্যধিক শব্দ দূষণের ফলে স্বাভাবিক পড়া ও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটছে; যেটির সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী শামসুন্নাহার, রোকেয়া, এফ রহমান ও মুহসীন হলের শিক্ষার্থীরা। এর জাঁতাকলে অসহায় হয়ে পড়েছে সাধারণ শিক্ষার্থী। জুলাই-আগস্ট জুড়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলবে। তাই দ্রুত এই ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। আগেরবার কেবল দু জায়গায় বড়ো পর্দায় খেলা দেখানো হয়েছিল, এবার সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচে। অতিরিক্ত পর্দা সড়িয়ে সেগুলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপন করতে হবে। বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ করে আমাদেরও খেলা দেখার সুযোগ করে দিতে হবে। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের খেলা উপভোগের সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে ডাকসু, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সবার সুদৃষ্টি কামনা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ও স্বাতন্ত্র?্য রক্ষায় আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে।

হিমেল আহমেদ